বরাবর
ফাতওয়া বিভাগ,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
আলী এন্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।

ফাতওয়া নং- ৫৮১৬
তারিখ: ১৭/১২/২০১৮ ইং
১৭/১২/২০১৮ ইং

বিষয়: আক্বীদা বিষয়ক জিজ্ঞাসার সমাধান।

১/ যে সকল লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূরের তৈরী মনে করে বা আলিমুল গায়েব মনে করে কিংবা হাযির-নাযির মনে করে, তাদের পিছনে নামায পড়ার হুকুম কী?
২/ হযরতের নিকট প্রশ্নের সাথে সম্পৃক্ত দলীলের সঠিক সমাধান কামনা করছি।

নিবেদক
নাঈম
শাহজাহানপুর
০১৭১-৮৮১১৭৩৭
ইসলামী যিন্দেগী এ্যাপ

باسمہ تعالی

الجواب وباللہ التوفیق

حامدا ومصلیا ومسلما

প্রথম প্রশ্নের উত্তর :

উপরোল্লিখিত লোকদের পেছনে নামায পড়া মাকরূহ। কারণ তারা আক্বীদাগতভাবে ফাসেক্ব। আর ফাসেক্ব ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া মাকরূহ। এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো ঠিক নয়। মসজিদ কমিটির জন্য অতি দ্রুত এমন ইমামকে সরিয়ে সঠিক আক্বীদাধারী কোন হক্কানী আলেমকে নিয়োগ দেয়া জরুরী। তবে কমিটির সঠিক পদক্ষেপ না নেয়ার কারণে যারা বাধ্য হয়ে উক্ত ইমামের পিছনে নামায পড়বে, তাদের নামায হয়ে যাবে। গুনাহের দায়ভার ইমাম ও কমিটির দায়িত্বে বর্তাবে।

সূত্রসমূহ

☐ (ويكره) تنزيها (إمامة عبد)..... (ومبتدع) أي صاحب بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شبهة. الدر المختار مع رد المحتار : ١/ ٥٥٩.

☐ وإمامة صاحب الهوى والبدعة مكروهة، نص عليه أبو يوسف في الأمالي فقال : أكره أن يكون الإمام صاحب هوى وبدعة؛ لأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلفه، وهل تجوز الصلاة خلفه؟ قال بعض مشايخنا : إن الصلاة خلف المبتدع لا تجوز، وذكر في المنتقى رواية عن أبي حنيفة أنه كان لا يرى الصلاة خلف المبتدع، والصحيح أنه إن كان هوى يكفره لا تجوز، وإن كان لا يكفره تجوز مع الكراهة. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ١/ ١٥٧.

☐ جواب: جو شخص اللہ کے سوا کسی نبی یا ولی کے لئے حاضر وناظر ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو ایسے شخص کو امام بنانا درست نہیں ہے۔ فتاوی عثمانی ۱/ ۳۹۳۔

❐ مذکورہ شخص کے بارے میں جو بات سوال میں درج ہیں اگر وہ درست ہیں تو ایسے شخص کے پیچھے نماز مکروہ ہے اور ایسے شخص کو امام بنانا درست نہیں، کیونکہ مذکورہ باتوں میں سے بہت سی موجب فسق ہیں۔ لہذا ایسے امام کو بدلنا چاہئے، البتہ جب تک کسی دوسرے نیک صحیح العقیدہ امام کا انتظام نہ ہو اس وقت تک جو نمازیں اس کے پیچھے پڑھی جائیں گی وہ ہو جائینگی۔ اور اگر دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ فتاوی عثمانی ۱/۴۰۳

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর :

সংযুক্ত লেখাটিতে লেখকের বেশ কিছু অসঙ্গতি ও ত্রুটি রয়েছে। সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা বনাম লেখকের আক্বীদা :

আমাদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মতিক্রমে আক্বীদা হল যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ ছিলেন। বহু আয়াতে কুরআনী এবং সহীহ হাদীসের মাধ্যমে এই বিষয়টি দিবালোকের চেয়েও বেশি স্পষ্ট, যেই আয়াতগুলোর কয়েকটা লেখক নিজেও উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং মক্কার কাফেররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানুষ হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করত। মূর্খতার কারণে তাদের আপত্তি ছিল এই যে, মানুষ হয়ে তিনি কীভাবে রাসূল হন?! কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا () وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا () قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا

অর্থ : বলুন, পবিত্র মহান আমাদের পালনকর্তা, আমি একজন মানব-রাসূল বৈ কে? লোকদের কাছে হেদায়াত আসার পর তাদেরকে শুধু এই উক্তি ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে যে, 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন?' বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বিচরণ করত, তবে আমি তাদের কাছে আকাশ থেকে ফেরেশতা-রাসূল প্রেরণ করতাম। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৯৩-৯৫)

সহীহ হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যাপারে বলেন, আমি তো একজন মানুষ। আমি আপন প্রতিপালকের কাছে বলে রেখেছি যে, আমি যদি কোন মুসলিমকে মন্দ বলি, তাহলে সেটি যেন তার জন্য পবিত্রতা ও সাওয়াবের কারণ হয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬০২)

চারো মাযহাবের উলামায়ে কেরাম এই ব্যাপারে একমত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ ছিলেন। হযরত সা'আদুদ্দীন তাফতাযানী রহ. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা বিষয়ক কিতাব 'শরহুল আক্বাইদিন নাসাফিয়্যাহ' এর ৫৮ নং পৃষ্ঠায় রাসূলের পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন :

الرسول انسان بعثه الله تعالي الي الخلق لتبليغ الاحكام.

অর্থাৎ রাসূল হলেন মানুষ, যাকে আল্লাহ মানুষের কাছে হুকুম-আহকাম পৌঁছে দেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন।

এর মাধ্যমে স্পষ্ট যে, আমাদের নবীজী মানুষ ছিলেন, যেহেতু তিনি রাসূল ছিলেন। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, আমাদের নবীজী আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি অন্তরের নূরের অধিকারী ছিলেন।

সংযুক্ত কাগজে লেখক শুরুতে দাবি করেছিলেন যে, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টিতত্ত্ব পরিষ্কার করবেন যে, তিনি কীসের তৈরী? কিন্তু এর বিপরীতে তিনি নিজের আক্বীদা তো উল্লেখ করেনইনি, উল্টো তিনি যেভাবে প্রবন্ধটি লিখেছেন, তাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টির বিষয়টি পুরো তালগোল পাকিয়ে গেছে এবং এর দ্বারা উম্মতের মাঝে গোমরাহীর এক নতুন বিষয়ের অবতারণার প্রবল আশংকা রয়েছে। তিনি প্রবন্ধ শেষ করেছেন এই বলে 'আমার আকিদা ও অভিমত হল, হুজুরকে সব সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ মনে করতে হবে এবং বেশি তাযিম করতে হবে, সেটা মাটি দ্বারা তৈরী মনে করে হোক আর নূর

দ্বারা তৈরী মনে করে হোক।' এ কথা দ্বারা বোঝা যায় যে, তার মতে যেহেতু উভয়দিকে দলীল আছে, কাজেই উভয়টিই সঠিক। এখন প্রত্যেকে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন একটা বিশ্বাস করবে। তাছাড়া তিনি নিজের আকিদা ও অভিমত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর বিপরীতে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হল যে, তিনি মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন। তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের সম্পূর্ণ বিরোধী লেখকের এই অভিমতের শরীয়তে কোন ধর্তব্য নেই।

লেখকের উল্লেখকৃত আয়াত ও তাফসীরের মাধ্যমে কি আসলেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরের তৈরী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ হয়?

'নূর' শব্দের অর্থ আলো। আর এর বিপরীত শব্দ অন্ধকার। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বহু জায়গায় নূর শব্দটি উল্লেখ করেছেন। কোনো জায়গায় এর শাব্দিক অর্থ তথা বাহ্যিক আলো উদ্দেশ্য, আবার কোথাও এর দ্বারা রূপক অর্থ তথা নবুওয়াত, হেদায়াত, কুরআন ইত্যাদির আলো উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কোথায় কোনটা উদ্দেশ্য হবে, সেটা আয়াতের পূর্বাপর লক্ষ করলেই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এখন কেউ যদি একটার জায়গায় আরেকটা উদ্দেশ্য নেয়, তাহলে সেটা তার আরবী শব্দের প্রয়োগ, অভিধান জ্ঞান ও সাহিত্য সম্পর্কে মূর্খতার পরিচায়ক।

উপরোক্ত ভূমিকার আলোকে লেখক কর্তৃক উল্লেখকৃত আয়াতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়,

প্রথমত: তিনি বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থগুলো থেকে এ আয়াত সম্পর্কে যে উদ্ধৃতিগুলো দিয়েছেন, সেগুলোর মূল উৎস খুজে নূর দ্বারা কী উদ্দেশ্য, সে ব্যাপারে তিনটা সম্ভাবনার কথা পাওয়া গেছে। ১. কুরআন। ২. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ৩. ইসলাম। কিন্তু লেখক এর মধ্য থেকে একটিকে নিশ্চিতভাবে উদ্দেশ্য নিয়েছেন ও অন্যগুলোকে বিলকুল এড়িয়ে ইলমী খেয়ানত করেছেন।

দ্বিতীয়ত: যারা নূর দ্বারা আমাদের নবীজীকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তারাও এই অর্থে উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে সত্যকে উদ্ভাসিত করেছেন, হেদায়াতের আলো ছড়িয়েছেন, ইসলামের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাদের মতে আয়াতে নবীজীকে 'নূর' বলার অর্থ এটা না যে 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরী। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের অন্য এক জায়গায় তাকে 'সিরাজাম মুনীরা' তথা আলোক বিস্তারকারী প্রদ্বীপ আখ্যা দিয়েছেন। এখন কেউ যদি এর অর্থ করে যে, তার মাধ্যমে বাহ্যিক অন্ধকার দূরীভূত হয়ে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে যেত, তাহলে এটা তার মূর্খতারই প্রমাণ বহন করবে। এক্ষেত্রেও লেখক তার ইলমী খেয়ানতের পরিচয় পেশ করেছেন।

তৃতীয়ত: তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে রূহুল বয়ান এবং তাফসীরে বাইযাবীতে নূর দ্বারা কিতাব উদ্দেশ্য হওয়ার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

(তাফসীরে ত্বাবারী : ১০/১৪৩, তাফসীরে কুরতুবী : ১২/২৫৭, তাফসীরে নাসাফী : ১/৪৩৬, তাফসীরে খাযেন : ২/২৪, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৬১, তাফসীরে রূহুল বয়ান : ২/৩৬৯, তাফসীরে রূহুল মা'আনী : ১/১৬৮, তাফসীরে বাইযাবী : ২/১২০, তাফসীরে মাযহারী : ২/৩১২)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরের তৈরী হওয়ার স্বপক্ষে বিভিন্ন জাল হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা :

তিনি আমাদের নবীজীর নূরের তৈরী হওয়া প্রমাণ করতে গিয়ে বিভিন্ন জাল হাদীসকে দলীল হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফযীলত প্রমাণ করার জন্য কোন হাদীস জাল করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। কুরআনের বহু আয়াত এবং বহু হাদীসের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আমাদের নবী সব মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সকল নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সর্বশেষ হয়েও মর্যাদার দিক দিয়ে সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। এক কথায় আল্লাহ তা'আলার পরেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা। লেখক এই জাল হাদীস বর্ণনার পাশাপাশি আমাদের নবীর যেসব ফযীলত ও

বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলোকে তিনি নূরের তৈরী হওয়ার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। যেমন:

*. লেখক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে প্রথমে যে হাদীসটি আহকামে ইবনে 'কাত্তামের' (যদিও নামটা হবে আসলে 'কাত্তান') হাওয়ালায় পেশ করেছেন যে, 'আমি (নবীজী) হযরত আদম আ. এর সৃষ্টির ১৪ হাজার বছর আগে আমার রবের সামনে নূর আকারে বিদ্যমান ছিলাম', এটার ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল গুমারী রহ. লেখেন, 'এটা একটা জাল বর্ণনা।' (আলবূসীরী মাদীহুর রাসূলিল আযম, পৃষ্ঠা ৭৫)

আর মজার ব্যাপার হল, হয়ত লেখক এটাকে ক্বসতল্লানীর 'মাওয়াহেবুললাদুন্নিয়্যাহ' নামক কিতাব থেকে নিয়েছেন, যার প্রমাণ হল, দলীল হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন আহকামে ইবনে 'কাত্তাম' এর কথা। কিন্তু গুমারী রহ. প্রমাণ করেছেন যে, আহকামে ইবনে কাত্তান বলে আবুল হাসান ইবনে কাত্তান রহ. এর 'বয়ানুল ওয়াহম ওয়াল ঈহাম' বোঝানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই হাদীসটি উক্ত কিতাবের কোথাও নেই। হ্যাঁ, মিসরের 'দারুল কিতাবে' একটি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, যার নাম হল كتاب البشائر والإعلام لسياق ما لسيدنا ومولانا محمد المصطفي عليه افضل الصلاة والسلام من الأيات البينات والمعجزات الباهرات والأعلام

এই কিতাবের লেখক হলেন 'আবূ আলী হাসান রুহূনী'। ইনিও ইবনে কাত্তান নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এখানে নামের মধ্যকার 'ই'লাম' শব্দটা পাণ্ডুলিপির কোন কোন জায়গায় এমনভাবে লেখা আছে যে, 'ইহকাম' বলে ভ্রম হয়। এখান থেকেই উল্লেখিত হাদীসটি 'মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়্যাহ' কিতাবের লেখক ক্বাযী ইয়ায রহ. এর 'আশ শিফা' এর ব্যাখ্যাকার ইবনে মারযূক্ব এর ওয়াসেতায় নকল করেছেন। তেমনিভাবে 'সুবুলুল হুদা ওয়াররাশাদ' এর লেখক মুহাম্মাদ ইউসুফ সালেহী রহ.ও হয়ত ইমাম ক্বসতল্লানী রহ. এর ওয়াসেতায় কিংবা ইবনে মারযূক্ব এর ওয়াসেতায় উল্লেখ করেছেন।

তো ইবনে মারযূক্ব রহ. কিতাব ও লেখকের নাম সংক্ষেপ করতে গিয়ে হয়ত লিখেছেন যে, উল্লেখিত হাদীসটি ইবনে কাত্তানের ইহকামের মধ্যে রয়েছে, যার কারণে ক্বসতল্লানী রহ. মনে করেছেন যে, এই ইবনে কাত্তান দ্বারা উদ্দেশ্য হল প্রখ্যাত হাফেযে হাদীস প্রসিদ্ধ নাক্বেদ 'আবুল হাসান ফাসী'। অথচ ইবনে মারযূক্ব এর উদ্দেশ্য ছিল আবূ আলী হাসান রুহূনী। অর্থাৎ হাদীসটি মূলত আবূ আলী হাসান ইবনে কাত্তান রুহূনীর কিতাবে রয়েছে, আবুল হাসান ইবনে কাত্তান ফাসীর কিতাবে নেই। আর রুহূনীর কিতাবের গ্রন্থপঞ্জিতে ইবনে সাব' এর কথা উল্লেখ আছে, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, রুহূনী হাদীসটি তার কিতাব 'শিফাউসসুদূর' থেকে নিয়েছেন। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রের সাথে ন্যুনতম সম্পর্ক রাখেন, এমন ব্যক্তিমাত্র জানেন যে, এই কিতাবটিতে সনদের কোন বালাই নেই এবং তাতে বিভিন্ন জাল-মুনকার রেওয়ায়েতের সন্নিবেশ ঘটেছে। এহেন কিতাবের কোন রেওয়ায়াত দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরের তৈরী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করা কীভাবে বৈধ হতে পারে?

*. এরপর লেখক যে রেওয়ায়াতটি ইমাম বুখারীর তারীখ এবং সীরাতে হালাবিয়্যার বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, 'রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরীল আ. কে তার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি জানি না। তবে হিজাবে রাবে' এ প্রতি সত্তর হাজার বছরে একটি তারকা উদিত হয়, আমি সেটি বাহাত্তর হাজার বার দেখেছি। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমার রবের ইযযতের শপথ, আমি সেই তারকা'। এই হাদীসটির হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, এটা একটা বানোয়াট রেওয়ায়াত। (কিতাবুল ইস্তিগাসা ফিররদ্দি আলাল বকরী ১/১৩৮, খাইরুল ফাতাওয়া ১/২৭৬) মূলত সীরাতে হালাবিয়্যার মধ্যে এই হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. এর হাওয়ালায় উল্লেখ

করা হয়েছে। আর ইমাম বুখারী রহ. এর 'তারীখ', 'সহীহ' সহ অন্যান্য কিতাবগুলোতে বহু খোঁজাখুঁজির পরও উক্ত রেওয়াতটির কোন নাম নিশানা মুহাদ্দিসগণ খুজে পাননি।

*. এগুলো ছাড়াও লেখক হযরত আয়েশা রা. কর্তৃক নবীজীর শরীরের নূরের মাধ্যমে সূঁই খুঁজে পাওয়ার যেই ঘটনাটি হাদীসে আছে বলে দাবি করেছেন, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী রহ. এটাকে জাল আখ্যা দিয়ে বলেন, উক্ত রেওয়ায়াত জাল ও বানোয়াট, যদিও তা 'মা'আরেজে নবুওয়াহ' সহ এমন কিছু সীরাতগ্রন্থে উল্লেখ আছে, যেগুলোতে শুদ্ধ-অশুদ্ধ সব ধরণের কথাই স্থান পেয়েছে। এ ধরণের গ্রন্থাদির সবকিছুকে শুধু গাফেল ব্যক্তিই প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারে। (আল আসারুল মারফূ'আহ পৃষ্ঠা ৪৬) আল্লামা সুলাইমান নদবী ও শাইখুল হাদীস সরফরায খান সফদর সাহেবও উক্ত রেওয়ায়াতটিকে জাল বলেছেন এবং এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (সীরাতুন্নবী ৩/৪২৯, নূর ও বাশার ৮৫-৮৭)
এছাড়া অন্য সহীহ হাদীস দ্বারাও উপরোক্ত বর্ণনা জাল হওয়া প্রমাণিত হয়। যেমন: হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে শুয়ে থাকতাম। আর আমার উভয় পা তার সামনে ছড়ানো থাকত। তিনি যখন সেজদা করতেন তখন আমার পায়ে হালকা চাপ দিতেন। আমি পা গুটিয়ে নিতাম এবং তিনি দাড়িয়ে গেলে আমি পা প্রসারিত করতাম। সে যুগে ঘরে বাতি (জ্বালাবার মত কিছু) ছিল না। (তাই আমি দেখতে পেতাম না, তিনি কখন সেজদা করছেন) সহীহ বুখারী ১/৫৬, সহীহ মুসলিম ১/১৯৮)

*. এক স্থানে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, 'আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি না করলে আকাশ ও যমীন কিছুই সৃষ্টি করতেন না'। এটা যদিও লোকমুখে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ, কিন্তু হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এটা একটা ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত। ইমাম সাগানী, মোল্লা আলী ক্বারী, আল্লামা শাউকানী, শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ একে জাল বলেছেন। (রিসালাতুল মউযূ'আত ৯, তাযকিরাতুল মউযূ'আত ৮৬, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূ'আ ২/৪১০, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/৭৯)
আর এর হাওয়ালাস্বরূ তিনি 'মুস্তাদরাকে হাকেমের' কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর উপর আপত্তি উত্থাপন করত: প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম যাহাবী তার তালখীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, আমি এটাকে জাল মনে করি। আর মীযানুল এ'তেদালের ১/২৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, 'এর মধ্যকার রাবী 'আমর ইবনে আউস' এর অবস্থা জানা যায় না। সে একটি মুনকার রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছে, যেটা হাকেম তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আমি সেটাকে মউযূ' বা জাল মনে করি'। ইবনে হাজার রহ.ও লিসানুল মীযানের ৪/৩৫৪ পৃষ্ঠায় এমন মত পোষণ করেছেন।
তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে মানুষকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে দিয়েছেন : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ আমি মানুষ এবং জিন জাতিকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬) অন্য আয়াতে আছে : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا অর্থাৎ তিনি সেই সত্ত্বা, যিনি যমীনে যা কিছু আছে, তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৯) এর মাধমে তো বোঝা যায়, মানুষকে আখেরাতের জন্য আর দুনিয়া মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

*. এই হাদীসের পর পরই লেখক এই ধরণের আরো একটি জাল বর্ণনা এনেছেন, যাতে হযরত আদম আ. কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দু'আর মাধ্যমে ক্ষমা চাওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي এবং এই হাদীসের শেষে আছে যে, 'যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি

না করা হত, তাহলে আপনাকে সৃষ্টি করা হত না', হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমাম যাহাবী রহ. এই হাদীসটির উপর আপত্তি উত্থাপন করতঃ বলেন, এটি মউযূ'। এর একজন বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ওয়াহী (রিজাল শাস্ত্রে নিম্নমানের)। তার থেকে এটা আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম ফিহরী বর্ণনা করেছেন। আমি তাকে চিনি না, সে কে? আশ্চর্যের বিষয় হল, খোদ হাকেম রহ. তার কিতাব 'আলমাদখাল ইলাস সহীহ' গ্রন্থের ১/১৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা থেকে অনেক জাল হাদীস বর্ণনা করেছে। তাছাড়া এই হাদীসকে সহীহ ধরার ক্ষেত্রে আরো একটি প্রতিবন্ধক হল, কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলার শেখানো দু'আ পাওয়া যায় অর্থাৎ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ সেটার সাথে লেখকের উল্লেখকৃত হাদীসে বর্ণিত দু'আর সাথে কোন মিল নেই।

*. শেষের দিকে লেখক এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, 'হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ছায়া ছিল না' এবং এটার সপক্ষে একটি হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অথচ এ ধরণের কোন রেওয়ায়াত হাদীসের কোন কিতাবে পাওয়া যায় না। হ্যা, একটি জাল রেওয়ায়াত হাকীম তিরমিযী রহ. নাওয়াদেরুল উসূল কিতাবে বর্ণনা করেছেন সাহাবী হযরত যাকওয়ান রা. থেকে, যার বর্ণনাকারীদের একজন হল আব্দুর রহমান ইবনে ক্বায়েস যা'ফারানী। বিজ্ঞ রিজাল শাস্ত্রবীদ আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী এবং ইমাম আবূ যুর'আ তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছেন। এছাড়াও ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিদের থেকে তার সম্পর্কে কঠোর উক্তি বর্ণিত আছে। (দ্রষ্টব্য : তারীখে বাগদাদ ১০/১৫১-১৫২, মীযানুল ই'তিদাল ২/৫৮৩, তাহযীবুত তাহযীব ৬/২৫৮)
সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার সবকিছু বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যত্নবান ছিলেন। যদি আমাদের নবীর ছায়া নাই থাকত, তাহলে কোন না কোন সাহাবী তো তা অবশ্যই বর্ণনা করতেন। উল্টো তার ছায়া থাকার ব্যাপারে সহীহ হাদীস বিদ্যমান। একটি হাদীস উল্লেখ করা হল :
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। সঙ্গে উম্মাহাতুল মুমিনীনের বেশ কয়েকজন ছিলেন। একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত যায়নাব রা. এর কথায় নবীজী তার উপর অসন্তুষ্ট হন। এ অসন্তুষ্টি বেশ কিছুদিন স্থায়ী থাকে এবং তিনি হযরত যায়নাব রা. এর কাছে যাতায়াতই বন্ধ রাখেন। এমনকি হযরত যায়নাব রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন। রবীউল আউয়ালে নবীজী তার কাছে যান। ঘরে প্রবেশের প্রাক্কালে যয়নাব রা. তার ছায়া দেখতে পান এবং বলেন, এ তো কোন পুরুষের ছায়া বলে মনে হয়। তিনি তো আমার কাছে আসেন না, তাহলে এ ব্যক্তি কে? ইত্যবসরে তিনি (নবীজী) প্রবেশ করেন। (মুসনাদে আহমাদ ৭/৪৭৪, হাদীস নং ২৬৩২৫)

*. মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়্যাহ কিতাবের হাওয়ালায় আরো একটি হাদীস লেখক পেশ করেছেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাটির তৈরী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য। মূলত এই হাদীসটিও একটি বিশাল রেওয়ায়াতের একটি অংশ বিশেষমাত্র, যেটা 'শিফাউস সুদূর' নামক কিতাবে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ উক্ত হাদীসটিও ভিত্তিহীন হওয়ার ব্যাপারে মত পোষণ করেছেন। আর 'শিফাউস সুদূর' কিতাবের ব্যাপারে তো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটিতে বিভিন্ন মুনকার, গরীব ও মউযূ' রেওয়ায়াতের সন্নিবেশ ঘটেছে। এটিতে সনদ ও হাওয়ালার কোন বালাই নেই। সুতরাং এর মধ্যে উল্লেখিত হাদীসের অবস্থা কেমন হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

*. তবে নূরে মুহাম্মাদী বিষয়ক সবচেয়ে ভয়ংকর যে বর্ণনাটি উনি উল্লেখ করেছেন, সেটি হল রূহুল বয়ানের হাওয়ালায় লেখা একটি হাদীস 'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন' এবং মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়্যার ১/৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত একটি হাদীস, যাতে হযরত জাবের রা. এর প্রশ্ন 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম সৃষ্টির ব্যাপারে আমাকে বলুন' এর উত্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তাঁর নূর থেকে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।' মূলত এই উভয়টি একটি বড় রেওয়ায়াতের অংশ বিশেষ। আল্লামা লা'আল শাহ বুখারী, ইবনে তাইমিয়া, হাফেয ইবনে কাসীর হাফেয সুয়ূতী, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী সহ হাদীস শাস্ত্রের বড় বড় দিকপাল এই হাদীসটির মউযূ' হওয়ার ব্যাপারে মত পোষণ করেছেন। এমনকি শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল গুমারী, শায়েখ আহমাদ ইবনে আব্দুল কাদের শানকীতী ও হাসান ইবনে আলী আসসাক্কাফ এ ব্যাপারে কিতাব রচনা করে ফেলেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল গুমারী রহ. এ সম্পর্কে বলেন, 'এ রেওয়ায়াতটা জাল। যদি পূর্ণ রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়, তাহলে সেটা জাল হওয়ার ব্যাপারে কোন পাঠকেরই সন্দেহ থাকবে না। রেওয়ায়াতটা বড় সাইজের পূর্ণ দুই পৃষ্ঠা হবে, যাতে রয়েছে ফাসাহাতশূণ্য অনেক শব্দ এবং আপত্তিকর অসার অনেক কথা'। (আল মুগীর 'আলাল আহাদীসিল মউযূ'আতি ফিল জামি'ঈস সগীর পৃষ্ঠা ৪, আততা'লীক্বাতুল হাফেলা আলাল আজউয়িবাতিল ফাযেলা পৃষ্ঠা ১২৯)

এই রেওয়ায়াতটির সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে এর হাওয়ালাস্বরূপ 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক' নামক প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের উল্লেখ। অথচ আতিপাতি করে খুঁজেও না এই কিতাবে উক্ত হাদীসটি পাওয়া যায়, না তাঁর তাফসীর কিংবা জামে' গ্রন্থে পাওয়া যায়, না হাদীসের অগণিত কিতাবগুলোর কোন একটিতে এই হাদীসটি পাওয়া যায়। এর চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ১৪০০ বছর পর এই হাদীসটি প্রমাণের জন্য এর লেখক ইমাম আব্দুর রাযযাক থেকে নিয়ে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ও উঁচুস্তরের সনদসহ একটি কিতাব জাল করে ফেলা হয়েছে, যাতে নূরে মুহাম্মাদী প্রমাণ করার জন্য একটি পরিচ্ছেদ কায়েম করা হয়েছে এবং অনেকগুলো হাদীস নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু বিগত ১৪০০ বছরে কোন রেকর্ড নেই যে, কোন মুহাদ্দিস তার কিতাবে 'নূরে মুহাম্মাদী' নামে কোন অধ্যায় উল্লেখ করেছেন! তা সত্ত্বেও অসার ও জাল বর্ণনা সমৃদ্ধ এমন একটি পূর্ণ কিতাব রচনা করা, সাথে সহীহ সনদ লাগিয়ে দেয়া কী পরিমাণ দুঃসাহসিকতা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কী পরিমাণ মিথ্যাচার, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা এমন মিথ্যুকদের উপর লা'নত করুন।

তাছাড়া সবচেয়ে বড় বিষয় হল, হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সত্যিই নূরের তৈরী হয়ে থাকতেন, তাহলে তার আল্লাহ তা'আলার দরবারে নূর প্রার্থনা করার কী অর্থ হতে পারে? আর এর দরকারই বা কী ছিল? যেমন সহীহ হাদীসে আছে :

«اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا. وَفِي بَصَرِي نُورًا. وَفِي سَمْعِي نُورًا. وَعَنْ يَمِينِي نُورًا. وَعَنْ يَسَارِي نُورًا. وَفَوْقِي نُورًا. وَتَحْتِي نُورًا. وَأَمَامِي نُورًا. وَخَلْفِي نُورًا. وَعَظِّمْ لِي نُورًا»

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আপনি আমার অন্তরে নূর দান করুন, আমার চোখে নূর দান করুন, আমার কানে নূর দান করুন, আমার ডান দিকে নূর দান করুন, আমার বামে নূর দান করুন, আমার উপরে নূর দান করুন, আমার নিচে নূর দান করুন, আমার সামনে নূর দান করুন, আমার পেছনে নূর দান করুন এবং আমার নূর বাড়িয়ে দিন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬৩]

(জাল হাদীসগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন মারকাযুদ্দাওয়াহ আলইসলামিয়ার হাদীস বিভাগের যিম্মাদার হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব এর তত্ত্বাবধানে লিখিত 'এসব হাদীস নয়-১' পৃষ্ঠা ১৬১-২১৪)

আরবী বিভিন্ন ইবারত ও নামের ভুল পাঠ ও তাতে বিকৃতি সাধন :

সংযুক্ত লেখাটিতে লেখক আরবী বিভিন্ন ইবারত কিংবা হাওয়ালা ভুল লিখেছেন কিংবা তাতে বিকৃতি সাধন করেছেন, যেটা তার ইলমী স্বল্পতার প্রমাণ বহন করে। যেমন :

– শেষের দিকে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন تنم عينيا ولم ينم قلبي অথচ আসল ইবারত হল تنام عيني ولا ينام قلبي

– শামায়েলে তিরমিযীর ১৪ নং হাদীসের এই তরজমা করেছেন, 'হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নুরের জবানে কথা বলতেন, তাঁর দাঁত মোবারকের ফাক দিয়ে নূর বের হয়ে আসত। আমরা স্পষ্ট দেখতে পেতাম।' অথচ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثّنيّتين إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه এই হাদীসের সঠিক তরজমা হল, 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের দন্তরাজির মাঝে ফাঁকা ছিল। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তাঁর দাঁতের ফাঁক দিয়ে কেমন যেন আলোর বিচ্ছুরণ ঘটত।' এতটুকু হাদীসে আছে। আর বাকিটুকু উনি কোথায় যে পেলেন, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

– 'উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেল যে, আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টি মাটি হতে, যা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন'। লেখকের এই কথার ঠিক আগেই যেই হাদীসটি হাকেম রহ. রেওয়ায়াত করেছেন বলে দাবী করা হয়েছে, সেটা উক্ত কিতাব ঘেটে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে মূলত হযরত হাকীম তিরমিযী রহ. এর 'নাওয়াদেরুল উসূল' নামক কিতাবে। আর তার চেয়ে বড় বিষয় হল, লেখক যেটাকে নবীজীর স্বীকৃতি বলে উল্লেখ করেছেন, সেটা মূলত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের কথা। উমদাতুল ক্বারী এবং নাওয়াদেরুল উসূলে তাহক্বীক্ব করে এমনটিই দেখা গেছে।

– এক জায়গায় লিখেছেন, 'আমি নবী জায়নামাজে দাড়িয়ে যাই, আল্লাহর জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সামনে দেখতে পাই'। অথচ ঢালাওভাবে এরকম কথা হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায় না। খণ্ড ঘটনায় এরকম কথা পাওয়া যায়। যেমন একবারের সূর্যগ্রহণের ঘটনায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান্নাত-জাহান্নাম দেখার বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। আরেকবার নামাযের বিষয়ে সতর্ক করার পর জান্নাত-জাহান্নাম দেখার বিষয়টি আলোচনা করেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৪, ৭৪৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪২৬]

– লেখক লিখেছেন 'সহিহ বোখারী কিতাবুস সওমের মধ্যে রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম আবু বকর ওমর ওসমান আলীর রা. মত ছাহাবী বলছে "কলু লাছনাকা হাইয়াতিকা ইয়া রাসূল আল্লাহ" আপনি তো আমাদের মত সাধারণ মানুষ না।' অথচ হাদীসের উক্ত বাক্যটি মূলত لسنا كهيئتك يا رسول الله আর সেটা বুখারীর কিতাবুল ঈমানে আছে। হাদীসের শাব্দিক অর্থ হল : সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের অবস্থা তো আপনার মত না।

– সুনান ইবনে মাজার মধ্যে রয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, – أيكم مثلي কে আমার মত, কেউ তোমরা আমার মত নয়। উক্ত হাদীসটি সহীহ বুখারীর হাদীস। আর এর প্রেক্ষাপট ছিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিষেধ করেছিলেন লাগাতার রোযা থেকে। তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন যে, হুযূর! আপনি তো এভাবে রাখেন। তখন তিনি বললেন, আমাকে আমার রব খাওয়ান ও পান করান। এটা বলার উদ্দেশ্য এটা না যে, তিনি মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন না। বরং এক্ষেত্রে তার আলাদা হওয়ার বিষয়টি বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল।

এছাড়াও বিভিন্ন কিতাবের অশুদ্ধ উচ্চারণ এবং বিবিধ উলামায়ে কেরামের উপাধী উল্লেখের ক্ষেত্রে তার অজ্ঞতা সত্যিই ভয়াবহ।

– এক জায়গায় লিখেছেন 'হাকীমুল উম্মাদ' অথচ যার এই উপাধি মুজাদ্দিদে মিল্লাত আশরাফ আলী থানবী রহ., তাঁর উপাধি মূলত 'হাকীমুল উম্মত' তথা উম্মতের রূহানী চিকিৎসক। কিন্তু লেখক তাঁকে উম্মাদ মানে পাগলের ডাক্তার বানিয়ে দিলেন!

– কিতাবের নাম 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়্যাহ' আর তিনি লিখেছেন 'লাদুনিয়া'। এর লেখকের উপাধী 'ক্বসত্বল্লানী'। তিনি লিখেছেন 'কুসতলানী'।

– একটি কিতাবের নাম উনি লিখেছেন 'মুস্তাদরাগ লিল হাকেম' এক জায়গায় 'লিল' এর জায়গায় 'বিল' লিখেছেন, অথচ কিতাবের সহীহ ও পুরো নাম হচ্ছে 'আল মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন' যার লেখক হলেন হযরত আবূ আব্দুল্লাহ আল হাকেম।

– কিতাবের নাম হল 'আল মু'জামুল কাবীর'। তিনি লিখেছেন 'মজামে কবীর'!

আর হযরত থানবী রহ. এর যে উক্তিটি লেখক উল্লেখ করেছেন যে, 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া ছিল না, তিনি মাথা থেকে পা পর্যন্ত নূর-ই নূর ছিলেন', এমন কোন কথা আমাদের জানামতে তিনি বলেননি এবং থানবী রহ. এর মত এমন যুগ সংস্কারক ব্যক্তির পক্ষে এমন কথা বলা বাহ্যত অসম্ভব। তাছাড়া আমাদের নবীর ছায়া না থাকার বিষয়টির অসারতা তো পূর্বেই তুলে ধরা হয়েছে। লেখকের উচিত ছিল হাওয়ালা উল্লেখ করা।

সারকথা :

মূলত কিছু মানুষের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরী। এটা প্রমাণ করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন জাল হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, এমনকি এটা প্রমাণ করতে গিয়ে একটি আস্ত কিতাব জাল করে ফেলা হয়েছে এবং আয়াতের বাহ্যিক অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়ে দেন। তাদেরকে যদি বলা হয় যে, আমাদের নবী মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন, তাহলে তারা অসন্তুষ্ট হয় এবং মনে করে যে, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেয় করা হয়েছে, অথচ মানুষ হওয়া বা মাটির তৈরী হওয়া দোষের কিছু না। আবার শুধু নূর বা নার তথা আগুনের সৃষ্টি হওয়াতেও শ্রেষ্ঠত্বের কিছু নেই। যদি শুধু নূর থেকে হলেই শ্রেষ্ঠ হয়ে যেত, তাহলে প্রত্যেক ফেরেশতাই সকল নবী-রাসূল থেকে শ্রেষ্ঠ হত। তেমনিভাবে যদি আগুনের তৈরী হওয়াই মর্যাদার বিষয় হত, আর মাটির তৈরী হওয়া অপূর্ণতার স্বাক্ষর বহন করত, তাহলে নাঊযু বিল্লাহ চির ইবলিসের এ আপত্তি যথার্থ হত–

لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

'আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সেজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা হিজর, আয়াত : ৩৩)

যদি মাটির তৈরী হওয়াতে কোন প্রকার দোষ থাকত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করতেন না : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 'নিশ্চই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৭০)

মূলত মর্যাদা এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য বাহ্যিক নূরের সঙ্গে নয়, বরং অভ্যন্তরীন নূরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই অভ্যন্তরীন নূর যদি পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহলে মাটির তৈরী হওয়াতে দোষের কিছু নেই। বরং এতে মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়।

আর আমাদের নবীর অভ্যন্তরীন নূর সবচেয়ে বেশি ছিল, কারণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। সুতরাং তাকে মাটির তৈরী বললে তার মর্যাদা হেয় করা হয় না। উল্টো যারা তাকে নূরের তৈরী মনে করে, তারাই তার অমর্যাদা করে। কারণ নূরের তৈরী ফেরেশতা মর্যাদার দিক দিয়ে দুই নম্বরে। আর আগুনের তৈরী সৃষ্টি তো তিন নম্বরে।

তাছাড়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে বহু আয়াত এবং সহীহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও জাল হাদীসের দারস্থ হওয়ার অর্থ হল জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়া। হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলল, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিল। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৭) আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সহীহ বিষয়টি বুঝে তার অনুসরণ করার তাউফীক দান করুন এবং বাতিলকে পরিহার করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

প্রমাণসমূহ

(১) في تفسير الطبري : ١٠/ ١٤٣.القول في تأويل قوله عز ذكره : {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥)}. قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه لهؤلاء الذين خاطبهم من أهل الكتاب : "قد جاءكم"، يا أهل التوراة والإنجيل "من الله نور"، يعني بالنور، محمدًا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحقَّ، وأظهر به الإسلام، ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به يبيِّن الحق. ومن إنارته الحق، تبيينُه لليهود كثيرًا مما كانوا يخفون من الكتاب.

وفي تفسير القرطبي : ١٢/ ٢٥٧ : وقد سمى الله تعالى كتابه نورا فقال : "وأنزلنا إليكم نورا مبينا" (النساء : ١٧٤) وسمى نبيه نورا فقال : "قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين" (المائدة : ١٥). وهذا لأن الكتاب يهدي ويبين، وكذلك الرسول.

وفي تفسير النسفي : ١/ ٤٣٦ : {قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وكتاب مُّبِينٌ} يريد القرآن لكشفه ظلمات الشرك والشك ولابانته ما كان خافياً على الناس من الحق أو لأنه ظاهر الإعجاز أو النور محمد عليه السلام لأنه يهتدى به كما سمي سراجا.

وفي تفسير الخازن : ٢/ ٢٤ : قد جاءكم من الله نور يعني محمدا صلى الله عليه وسلم إنما سماه الله نورا لأنه يهتدى به كما يهتدى بالنور في الظلام وقيل : النور هو الإسلام.

وفي تفسير ابن كثير : ٣/ ٦١ : ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.

وفي تفسير روح البيان : ٢/ ٣٦٩ : قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين المراد بالنور والكتاب هو القرآن لما فيه من كشف ظلمات الشرك والشك وابانة ما خفى على الناس من الحق او الاعجاز الواضح والعطف المنبئ على تغاير الطرفين لتنزيل المغايرة بالعنوان منزلة المغايرة بالذات وقيل المراد بالأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبالثاني القرآن.

وفي تفسير روح المعاني : ١/ ١٦٨: ومنه يعلم وجه وصف الشريعة المحمدية بالنور في قوله تعالى: قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ (المائدة: ١٥).

وفي تفسير البيضاوي : ٢/ ١٢٠: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يعني القرآن فإنه الكاشف لظلمات الشك والضلال والكتاب الواضح الإعجاز. وقيل يريد بالنور محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي تفسير المظهري : ٣١٢/٢ : قد جاء كم من الله نور يعني محمد صلي الله عليه وسلم أو الإسلام وكتاب مبين للأحكام أو بين الإعجاز وهو القرأن، وجاز أن يكون العطف تفسيريا وسمي محمدا صلي الله عليه وسلم والقرأن نورا لكونهما كاشفين لظلمات الكفر.

(٢) أخرج الإمام مسلم في صحيحه -٤٢٦- عن أنس، قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال : «أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي» ثم قال : «والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» قالوا : وما رأيت يا رسول الله قال : «رأيت الجنة والنار».

و أخرج الإمام البخاري في صحيحه -١٨٤- عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت : ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء، وقالت : سبحان الله، فقلت : آية؟ فأشارت : أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي، وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال : " ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار.

و أخرج الإمام البخاري في صحيحه -٧٤٩- عن أنس بن مالك، قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رقي المنبر، فأشار بيديه قبل قبلة المسجد، ثم قال : «لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أر كاليوم في الخير والشر» ثلاثا.

(٣) في البحر الرائق : ٥/ ١٣١: لا - يكفر - بقوله لولا نبينا لم يخلق آدم - عليه السلام - وهو خطأ ويكفر بقوله.... وفي الفتاوي التاتارخانية ٣٠٨/٧ : وفي جواهر الفتاوي : هل يجوز ان يقال : لولا نبينا محمد صلي الله عليه وسلم لما خلق الله تعالي ادم؟ قال : هذا شيئ يذكره الوعاظ علي رؤوس المنابر يريدون به تعظيم نبينا محمد صلي الله عليه وسلم، والأولي أن يحترز عن مثل هذا.

(٤) حضرت حکیم الامت مجدد ملت تھانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاوی میں ص ۵ /۹۷ رقمطراز ہیں حدیث 'لولاک لماخلقت الافلاک' کے بارے میں کہ یہ حدیث کہیں نظر سے نہیں گزری اور ظاہراً موضوع معلوم ہوتی ہے۔

(٥) سوال: حدیث: اول ماخلق اللہ نوری حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟

جواب: یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ معلوم نہیں کہ حدیث ہے یا نہیں، اور صحیح ہے یا ضعیف۔

فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸/ ۲۱۳۔

(٦) سوال: 'قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین' کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: یہودی لوگ اپنی کتاب کی کچھ باتیں چھپاتے تھے اور کچھ ظاہر کرتے تھے۔ اس کی اطلاع اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ کو نور نبوت کے ذریعہ وہ چیز خوب ظاہر ہوگئی۔ اسی کو آیت میں فرمایاہے کہ اللہ کی طرف سے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب (قرآن مجید) عطا ہوئی اور نور نبوت بھی عطا ہوا جس سے یہود کی دسیسہ کاریاں آپ پر ظاہر ہو گئیں۔

فتاوی محمودیہ ۷/۸۷-۸۸

حافظ سیوطی نے خصائص کبری میں ایک روایت ضعیف حکیم ترمذی سے اس مضمون کی نقل کی ہے جس میں عبد الرحمن بم قیس زعفرانی بہت ضعیف راوی ہے جس کی توثیق کسی نے نہیں کی، بلکہ بعض نے کذب ووضع کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔

امداد الاحکام ۱/۳۳۸۔

والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم

کاتب

مولوی محمد عبد اللہ یوسف

متدربِ دار الافتاء (سنۂ ثانی)

جامعہ رحمانیہ عربیہ، محمد پور، ڈھاکا۔

تاریخ: ۸/۶/۱۴۴۰ھ

الجواب صحیح

৯/৬/১৪৪০

মুফতী সাঈদ আহমাদ
নায়েবে মুফতী
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

الجواب صحیح

মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
দারুল ইফতা

নূর নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর সৃষ্টি তত্ত্বঃ—

বেরাদানে মিল্লাত ও উলামায়ে উম্মাত:

লক্ষ কোটি হামদ ওসানা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পাক দরবারে, অতঃপর বন্দ সর্বস্তরের মুসলিম ভাই ও বোনদের অবগতার্থে লিখতেছি যে, নবীকুল শীরমনী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কিসের দ্বারা সৃষ্টি এ সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব না জেনে কিছু সংখ্যক লোক ভুল করে অন্য পথে চলছে। এক শ্রেনীর আলেমের মতে, তিনি নিছক নূরের তৈরি আরেক শ্রেনীর আলেমের মতে তিনি মাটির সৃষ্টি, নূরের নয়। আমি ইনশাআল্লাহ আউলিয়ে কেরামের দোয়ার বরকতে পবিত্র কুরআন ও সুন্নার আলোকে অতীত মাননীয় উলামায়ে হক্কানী ও ছলফে ছালেহীনের সঠিক গ্রহনযোগ্য মতে সদাশয় পাঠক বৃন্দের খেদমতে তুলে ধরবো। মহান আল্লাহের দরবারে ফরিয়াদ, তিনি যেন আমাকে তৌফীকদান করেন।

قال الله تعالى في القرآن الكريم :—

* قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين —

অর্থ: তোমাদের নিকট মহান আল্লাহর পক্ষ হতে একটি নূর এবং একখানী সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ রুহুল বয়ানে লিখিত আছে—

المراد بالاول هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبالثاني القرآن — كما قال رسول (صلعم) اول ما خلق الله نوري —

(২১)

(২)

* وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم - انه قال كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم باربعة عشر الف عام - وكان ذلك النور يسبح وتسبح الملائكة بتسبيحه - فلما خلق الله آدم القى ذلك النور في صلبه -

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما خلق الله آدم اهبطني في صلبه الى الارض - وجعلني في صلب نوح في السفينة - وقذفني في الاصلاب الكريمة والارحام الطاهرة - حتى اخرجني بين ابوي - لم يلتقيا على سفاح قط -

* তাফসীরে রুহুল বয়ান ও তাফসীরে নাসাফী ১/২৭৬ পৃ: نور وكتاب مبين - এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং কিতাব দ্বারা কুরআন করীম উদ্দেশ্য।

* তাফসীরে রুহুল মাআনীর ৬/৯৭ পৃষ্ঠায় আছে- نور عظيم وهو نور الانوار والنبي المختار صلى الله عليه وسلم - والى هذا ذهب قتادة واختاره زجاج -

* অনুরূপ মত উল্লেখ রয়েছে তাফসীরে কুরতুবী ৬/১১৮ পৃ: তাফসিরে বায়জাবী ১/৬৪ পৃ: তাফসীরে খাজেন ২/২৮ পৃ: তাফসিরে মাজহারী ৩/৬৮ পৃ:

হযরত রাসূলে পাক (সঃ) যে নূরের সৃষ্টি এ সম্পর্কে নিম্নের হাদীছখানি প্রনিধানযোগ্যঃ (আহকামে ইবনে কাত্তানের মধ্যে রয়েছে)

** عن مرزوق عن علي بن حسين عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم باربعة عشر الف عام - لما خلق الله آدم جعل ذلك النور في ظهره فكان يلمع في جبينه - فيغلب على سائر نوره - ثم رفعه الله على سرير مملكته - وحمله على اكتاف ملائكته - وامرهم فطافوا به في السموات ليرى عجائب ملكوته - (كذا في احكام ابن القطان)

** নিম্নোক্ত হাদিস খানি আল্লামা ইমাম বুখারী তার "তারিখ" কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এবং সিরাতে হালাবিয়া ১/৩১ পৃঃ রয়েছে

** عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال جبريل عليه السلام فقال يا جبرئيل كم عمرت من السنين فقال يا رسول الله لست اعلم غير ان في الحجاب الرابع نجما يطلع في كل سبعين الف سنة مرة رأيته اثنين وسبعين الف مرة - فقال يا جبرئيل وعزة ربي جل جلاله انا ذلك الكوكب - (رواه البخاري)

** (মেশকাত শরীফ ৫১৬ নং পৃঃ ও শরহে সুন্নাহ ১০/২০৭ পৃঃ) নিম্নে বর্নিত হল:—

** عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال انى عند الله مكتوب خاتم
النبيين وان آدم لمنجدل فى طينته وساخبركم
باول امرى دعوة ابراهيم وبشارة عيسى ورؤيا
امى التى رأت حين وضعتنى - وقد خرج لها نور
اضاء لها منه قصور الشام - (رواه فى شرح السنة)

* মাওয়াহেবে লাদুনিয়া কৃত আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন
আবী বকর আলি খতীব আল কুসতলানী ২/৬ পৃ:

** روى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله
الانصارى قال قلت يا رسول الله بابى انت وامى
اخبرنى عن اول شئ خلقه الله تعالى قبل الاشياء -
قال يا جابر ان الله تعالى خلق قبل الاشياء نور
نبيك من نوره - فجعل ذلك النور يدور بالقدرة
حيث شاء الله تعالى - ولم يكن فى ذلك الوقت
لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض
ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس - فلما اراد الله ان
يخلق الخلق - قسم ذلك النور اربعة اجزاء - فخلق
من الجزء الاول القلم ومن الثانى اللوح - ومن الثالث
العرش ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء - فخلق من الجزء
الاول حملة العرش ومن الثانى الكرسى ومن الثالث
باقى الملائكة - ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء -
فخلق من الاول السموات ومن الثانى الارضين ومن

হাদিসের বাকি অংশ

الثالث الجنة والثاني ثم قسم الرابع اربعة اجزاء – فخلق من الاول نور ابصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي معرفة بالله – ومن الثالث نور انسهم وهو التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله – (رواه المواهب اللدنية مؤلفه لاحمد بن محمد بن ابي بكر الخطيب القسطلاني ج ١ ص)

* হুজুর আকরাম (সঃ) বাবা আদম (আঃ) এর সন্তান হওয়ার কারনে মাটির তৈরি তার দলিল নিম্নে প্রদত্ত হল :–
(মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়াহ ১/৮ পৃ:)

عن كعب الاحبار قال لما اراد الله تعالى ان يخلق محمدا امر جبرئيل ان يأتيه بالطينة التي هي قلب الارض وبهاؤها – قال فهبط جبرئيل في ملائكة الفردوس وملائكة الرفيع الاعلى – فقبض قبضة من موضع قبره الشريف وهي بيضاء لها شعاع عظيم في معين انهار الجنة – حتى صارت كالدرة البيضاء لها شعاع عظيم ثم طافت بها الملائكة حول العرش والكرسي وفي السموات والارض والجبال والبحار فعرفت الملائكة وجميع الخلق سيدنا محمدا وفضله قبل ان تعرف آدم عليه السلام –
(كذا في المواهب ج ١ ص ٨)

* তিরমিযী শরীফ ২/৩৭ পৃ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,

ان النبي صلى الله عليه وسلم مر في المدينة فرأى جماعة يحفرون قبرا – فسأل عنه فقالوا حبشي قدم فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله

নিস্বা
ইফতা

হাদিস শরীফের বাকি অংশ

ميت من ارضه الى التربة التي خلق منها واخرج
الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنه ان
حبشيا دفن في المدينة فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم دفن بالطينة التي خلق منها۔
(كذا اخرجه الحاكم عن ابي سعيد الخدري وقال صحيح الاسناد)

* ইমাম তাবরানী "মুজামে কবীর" কিতাবে বর্ণনা করেছেন
* عن ابن عمر رضي الله عنه ان حبشيا دفن بالمدينة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن بالطينة
التي خلق منها -
* كذا اخرجه الحاكم حلفت صادقا بارا غير شاك
ولا مستثني - ان الله تعالى ما خلق نبيه صلى
الله عليه وسلم ولا ابا بكر ولا عمر الا من طينة واحدة
ثم ردهم الى تلك الطينة (كذا في عمدة القاري ج ٨ ص ٢٢)

* উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, আমাদের নবী করীম (সঃ) এর সৃষ্টি মাটি হতে, যা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন

* পবিত্র কুরআনে সূরা কাহাফে বর্ণিত হয়েছে,
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد -

তাফসিরে কবীরের ৪র্থ খন্ডের ৬১৬ পৃ: লিখিত আছে,
المقصود انه لو كان من جنس الملائكة لصعب
الامر على الناس -

* তাফসিরে নাসাফী ২/১৫১ পৃ: আছে:
قوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم - لست ملكا ولا جنيا
لا يمكن التلقى منه —

* সূরা মুমিনিনে বর্ণিত হয়েছে।
* ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخسرون —

* হুজুর আকরাম (স:) আমাদের মত মানুষ না পার্থক্য রয়েছে তা বর্ণিত হল:—

* হে শাহ মুহাম্মাদ (স:) মানুষ ছিলেন কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষ ছিলেন না;
যেমন বাশার, আমাদের পিতা মাতা রয়েছে হুজুর আকরাম (স:) এর ও পিতা মাতা ছিল আমরা খাবার খাই বাজারঘাট করি তিনিও বাজারঘাট করতেন আমরা বিবাহ করি সন্তান হয় তাঁর ও হয়েছে তবে হুজুরের একসাথে নয়জন স্ত্রী ছিল কিন্তু আমাদের চারজনের বেশি বিবাহ করা নিষেধ এবং আমাদের মধ্যেও নেই হুজুর আকরাম (স:) এর শরীরে চল্লিশজন নওজুওয়ান জান্নাতি পুরুষের শক্তি ছিল।

* তিনি সমস্ত নবীদের নবী ছিলেন আল্লাহ তাকে সৃষ্টি না করলে আসমান ও জমিন কিছুই সৃষ্টি করতেন না নিম্নের হাদিস শরীফ দ্বারা প্রতিয়মান হয়। সেই হাদিসটি সহীহ মুস্তাদরাক লিল হাকেমের ২য় খন্ডের ৬১৫ পৃ: কিতাবুত তারিখের মধ্যে রয়েছে

রাসূল (স:) তার হুজরায় তাশরিফ আনলেন

রাহমা
দারুল

(৮) এবং সুনান বায়হাকির মধ্যে রয়েছে,

(১)

* وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة -
قال يا رب اسئلك بحق محمد ان تغفرلي - فقال يا آدم
كيف عرفت محمدا - ولم اخلقه - قال لانك لما
خلقتني بيدك ونفخت فى من روحك - رفعت
رأسى - فرأيت على قوائم العرش مكتوبا "لا اله الا
الله محمد رسول الله - فعرفت انك لم تضف
الى اسمك الا احب الخلق اليك - فقال الله
تعالى صدقت يا آدم - انه لاحب الخلق الى
فغفرت لك لولا محمد ما خلقتك (رواه البيهقي)

বায়হাকি শরিফের ইবারত এই বক্তব্য মুস্তাদরাক লিল হাকিমে আর একটু বাড়িয়ে লেখা আছে।

* সহিহ আল বোখারী- কিতাবুস সওমের মধ্যে রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম আবু বকর ওমর ওসমান আলীর (রা:) মত সাহাবী বলছে "কালু লাসনা কাহাইয়াতিকা ইয়া রাসুল আল্লাহ" আপনি তো আমাদের মত সাধারণ মানুষ না, আমরা তো আপনার মত মানুষ না।

* সুনান ইবনে মাজার মধ্যে রয়েছে হুজুর (স:) বলেছে ——— أيكم مثلي ؟ কে আমার মত কেউ তোমরা আমার মত নয়।

* হুজুর আকরাম (স:) এর শরীর মোবারক থেকে মেশকের ঘ্রান আসত।

(২)

* হুজুর আকরাম (স:) এর কোন ছায়া ছিল না

বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যেই হাদিস খানি রইসুল মুফাসসির আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন,

* عن ابيه ابن عباس رضى الله تعالى عنه انه
قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ظل —

* ফতওয়ায়ে শামী জিলদে আউয়াল কিতাবুত তহারাতের মধ্যে রয়েছে, — * كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم الطاهر —

* হুজুর আকরাম (সঃ) সামনে যে রকম দেখেন ঠিক একই রকম দেখেন,

* বোখারী শরিফের মধ্যে রয়েছে,

* والله انى لاراكم من ظهرى

* আমি নবী যখন জায়নামাজে দাঁড়িয়ে থাই — আল্লাহর জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সামনে দেখতে পাই।

* انى لارى الجنة والنار من القبلة —

(৭)

* হাদিস শরিফের মধ্যে রয়েছে একদিন আম্মাজান হযরত আয়শা ছিদ্দিকা রা একটি কাপড় সেলাই করতে ছিলেন হঠাৎ করে তার হাত থেকে সর্মুচি সুইটা পড়ে যায়, তিন অনেক খোঁজার পর তিনি পেলেন না রাসুল (সঃ) তাঁর হুজরায় তাশরিফ আনিলেন

তিনি অনায়াসে সুইটা পেয়ে গেলেন হুজুর আকরাম (সঃ) এর শরীর মোবারকে যেই নূর আলো ছিল সেই আলোর কারনে ঐ ঘরটা আলোকিত হয়েছেল এবং সুইটা স্পষ্ট দেখা গেল।

** শামায়েলে তিরমীজি হাদিস নং ১৪ ছাহাবি বলেন হুজুর আকরাম (সঃ) যখন মুখের জবানে কথা বলতেন তার দন্ত মোবারকের ফাক দিয়ে নূর বের হয়ে আসতে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেতাম।

* যুদ্ধের সময় যখন ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) পেরেশান হয়ে যেতেন তখন এবং হুজুরকে খোজতে লাগত এবং নাক উচু শ্বাস নিতে যেদিক থেকে হুজুর (সঃ) এর খুশবু আসত সেদিকে গিয়েই হুজুর (সঃ) কে পেত, এবং তাঁর দুই কাঁদের মাঝখানে ঘাড়ের নিচে মোহরে নবুয়াতে চুমু খাওয়ার সাথে পুঃরায় শক্তি সঞ্চারিত হয়ে যেত।

*** নবীজির হাতের বরকত প্রসঙ্গঃ এ বর্ষে বোখারী শরিফে বর্নিত হয়েছে, ৬৫৫৬ নং হাদিস শরীফ।

**اخرج البخاري في رواية حديث ابي جحيفة قال:
وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه

হাদিসের বাকি অংশ

— فيمسحون بها وجوههم قال فأخذت بيده
~~فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون~~ فوضعتها
على وجهي فاذا هي ابرد من الثلج واطيب
رائحة من المسك —

** এই দুনিয়াটা আমি হাতের তালুর মত দেখি, — * انظر الى كف هذا —

** হুজুর আকরাম (সঃ) এর থুথু মোবারকে হযরত আলী (রাঃ) এর চোখের রোগ ভাল হয়েগেল।

** হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বলেন,
ہمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
سایہ نہی تھا ہمارے حضور صلی
اللہ سراپا نور تھے —

* সর্বোপরি আল্লাহর পরে তামাম সৃষ্টির মাঝে সবার চেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)
لا یمکن ثناء کما کان حقہ باز خدا
بزرگی قصہ مختصر —

*** * আমার আকিদা ও অছিয়ত হল হুজুর কে সব সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ মনে করতে হবে এবং বেশি তাযিম করতে হবে সেটা মাটি দ্বারা তৈরি মনে করে থাক আর নূর দ্বারা তৈরি মনে করে থাক

① * হুজুর আকরাম (সঃ) একবার খেজুর খেয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত রোজা রেখেছেন

* রাসূলে পাক (সঃ) ইরশাদ করেন,

* تنم عينيا ولم ينم قلبي —

* হুজুর আকরাম (সঃ) ছাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে আসিলেন ছাহাবায়ে কেরামরা দেখতে পেলেন তাঁর কপাল মোবারকে একটু ঘামের কনা দেখা যায় এবং বদ্রের আলো যখন হুজুর (সঃ) এর কপাল মোবারকে পতিত হল তখন মনে হল যেন মুক্তার মত চমকাচ্ছে।

আহকারুন নাস
(মো: নুর হোসাইন (হিরলেহী))